জলবায়ু সহিষ্ণু নগর বির্নিমানে চাদঁপুর পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন “প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প” বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৮-২০২১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

চাদঁপুর পৌরসভা

UKaid
from the British people

সম্পাদনায়

মোঃ জিল্লুর রহমান
মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর
এবং
সভাপতি, টাউন প্রজেক্ট বোর্ড (টিপিবি), এলআইইউপিসিপি, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টিম

টিম লীডার

মোঃ আব্দুল হান্নান, টাউন ম্যানেজার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি ও সদস্য, টাউন প্রজেক্ট বোর্ড (টিপিবি), চাঁদপুর পৌরসভা

সদস্য

- খোকন দফো, স্যোসিও ইকোনমিক ও নিউট্রিশন এক্সপার্ট, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা
- মোঃ আব্দুল গফুর, ফাইনান্স এন্ড এডমিন এক্সপার্ট, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা
- কায়সার আহমেদ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হাউজিং এক্সপার্ট, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা
- মোঃ মনিরুজ্জামান, গর্ভানেন্স এন্ড মোবিলাইজেশন অফিসার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা

সার্বিক সহযোগিতায়

- পৌর পরিষদের সকল কাউন্সিলরবৃন্দ, চাঁদপুর পৌরসভা
- এ.এইচ.এম শামসুদ্দোহা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পৌরসভা ও সদস্য সচিব, এলআইইউপিসিপি, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা
- মোঃ আবুল কালাম ভূঁইয়া, সচিব, চাঁদপুর পৌরসভা
- মোঃ মশিউর রহমান, একাউন্টস অফিসার, চাঁদপুর পৌরসভা
- মোঃ মফিজউদ্দিন হাওলাদার, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, চাঁদপুর পৌরসভা
- চন্দ্রনাথ ঘোষ, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, চাঁদপুর পৌরসভা

প্রকাশকালঃ

এপ্রিল ২০২২

মুখবন্ধ

ঐতিহ্যগতভাবেই চাঁদপুর শহর একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান শহরের সাথে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু। রূপালী ইলিশের রাজধানী হিসাবে চাঁদপুরের সুনাম এখনও বহমান। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাবের ফলে শহরে একদিকে যেমন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণে সৃষ্ট সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী বেষ্টিত চাঁদপুর পৌরসভায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে সৃষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং ২০৩০ সালের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এফসিডিও এবং ইউএনডিপির সহায়তায় ২০১৮ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়।

শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃক দরিদ্র বসতিতে জলবায়ু সহনশীল ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা, শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা এবংদক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সহায়তা করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য চাঁদপুর পৌরসভা প্রকল্প বাজেটের পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত মোট ৩,৫৬৯,১০১ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চাঁদপুর পৌরসভা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (প্র্যাপ) বাস্তবায়নে মোট ১৩,৫০০,০০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা প্রতিবন্ধি ব্যক্তির স্বাস্থ্য সেবা, জেন্ডার এ্যাকশন প্লান, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা, শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা প্রদানসহ বস্তি ও কমিউনিটি উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে এ বরাদ্দ সংশোধনী বাজেটে বাড়ানোর সুযোগ থাকবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে প্রকল্প কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরেও চাঁদপুর পৌরসভা দারিদ্র্য বান্ধব কর্মসূচীগুলো অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। চাঁদপুর পৌরসভাকে জলবায়ু সহিষ্ণু একটি নান্দনিক পর্যটন নগরী, দারিদ্র্য বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব এবং আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আগামী দিনগুলোতে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবে রূপদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'কে ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে প্রকল্পের মাধ্যমে চাঁদপুর পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করায় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সবিনয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাঁদপুর পৌরসভাকে নির্বাচন করায় আমি বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ, এফসিডিও-যুক্তরাজ্য ও ইউএনডিপিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এলআইইউপিসি প্রকল্প টিম, পৌর-পরিষদ ও কমিউনিটি সংগঠন এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে চাঁদপুর পৌরসভার তৃণমূল পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকলের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ জিল্লুর রহমান জুয়েল
মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর
এবং
সভাপতি, টাউন প্রজেক্ট বোর্ড (টিপিবি), এলআইইউপিসিপি, ইউএনডিপি, চাঁদপুর পৌরসভা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	৩
প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ (২০১৮-২০২১)	৫
চাঁদপুর পৌরসভা ও এলআইইউপিসি কার্যক্রম	৭
চাঁদপুর শহরের ওয়ার্ডভিত্তিক দারিদ্র্য মানচিত্র	৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১১
নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকায় প্রকল্পের প্রভাব	১৩
আত্ম কর্মসংস্থানের পথে লাবণী	১৪
দরিদ্র পাঁচজন নারীর কর্মসংস্থানের সফল উদ্যোক্তা জয়নব বানু	১৬
পুষ্টি জ্ঞান ও স্বাস্থ্যকর খাদ্রাভাসে খাদিজার পরিবারে পরিবর্তনের আনন্দ	১৭
জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯
জলবায়ু সহিষ্ণু স্বল্প ব্যয়ে আবাসন	২১
রোকসানার আর্থিক স্বচ্ছলতায় কমিউনিটি সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা	২২
আর্থিক সক্ষমতার পথে অর্চণা রানী শীল	২৩
প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনা	২৪
প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে অর্জিত শিখনসমূহ	২৫

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ ২০১৮-২০২১

চাঁদপুর পৌরসভা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত একটি নিম্নাঞ্চলীয় বদ্বীপ। বিপুল জনসংখ্যার এ ছোট দেশটি বছর ব্যাপি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া, উজানে বিভিন্ন বাঁধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা, নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। চাদঁপুর বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া তিনটি বড় নদী দ্বারা বেষ্টিত। সেজন্য চাঁদপুর পৌরসভা জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত খুবই ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বন্যা ও নদী ভাঙনে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যান্য প্রভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে নদী তীরবর্তী ও দরিদ্র অধ্যুষিত নিম্নাঞ্চলসমূহ প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকায় বেড়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অসুস্থতা, বেড়েছে দারিদ্র্য, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেয়েছে অবকাঠামোগত সুবিধা এবং বেড়েছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ও ৫টি আউটপুটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে শহরের দরিদ্র মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ঘোষনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিনত হওয়া এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে এ কর্মকৌশল পর্যালোচনার উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ৫টি আউপুট থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে সহায়তা পাচ্ছে তা তাদের দারিদ্রের মাত্রার নেতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকিকে মোকাবেলা করে সুবিধাভোগীরা নিজেদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে। বিশেষ করে বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরিবর্তন-এর ক্ষেত্রগুলো যথাক্রমে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসন এবং দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ূ সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

মেঘনা, পদ্মা ও ডাকাতিয়া নদী বেষ্টিত চাঁদপুর পৌরসভা

চাঁদপুর পৌরসভা ও এলআইইউপিসি কার্যক্রম

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি চাঁদপুর পৌরসভার ১৫টি ওয়ার্ডে মোট ২২,৪৭৯টি খানার দোরগোড়ায় গিয়ে কাজ করছে - যারা ইতোপূর্বে সেবা পায় নি বা তুলনামূলক কম সেবা পেয়েছে।
- প্রায় ৯০,০০০ জন নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল পরিবার গঠনে প্রকল্প প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- এ প্রকল্প কমিউনিটির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করা, দক্ষতা বাড়ানো এবং উন্নত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কমিউনিটি পরিচালিত এগিয়ে যাওয়া পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে ।

প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৮ সালে এবং আশা করা হচ্ছে ২০২৩ সালে পরিকল্পিত কার্যক্রম শেষ করা যাবে।

প্রকল্পের প্রধান কাজগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

দরিদ্রবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা জোরদার করা

- দরিদ্র বান্ধব পৌর ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বাড়ানো
- পৌর কর্তৃপক্ষের দরিদ্রবান্ধব ও জলবায়ু সহনশীল টেকসই নগর পরিকল্পনা প্রনয়নে গুরুত্বারোপ করা
- জাতীয় নগর নীতিমালা অনুযায়ী কর্মপন্থা ও জাতীয় নগর নেটওয়ার্ক জোরদার করা

কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন তৈরী ও শক্তিশালী করা

- কমিউনিটি পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন তৈরী করা
- টেকসই সংগঠন উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম গ্রহন ও জোরদার করা
- কমিউনিটি পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো

নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান

- শহরের দরিদ্রদের দক্ষতা বাড়ানো, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি
- শহুরে দরিদ্র বিশেষত গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা ও শিশু এবং কিশোরীদের জন্য পুষ্টি সহায়তা প্রদান
- বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও কিশোরী মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহন

শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আবাসন ব্যবস্থা

- ভূমির ভোগ দখলি নিরাপত্তা বাড়ানো
- গৃহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো ও অর্থায়ন
- শহুরে দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কম খরচে আবাসন

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন

- কমিউনিটিভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
- উন্নত ও জলবায়ু সহনশীল পৌর অবকাঠামো উন্নয়ন
- উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো সেবা প্রদান ও অধিকার আদায় ভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চাঁদপুর পৌরসভার দরিদ্র বসতির অবকাঠামোর অবস্থা
[ওয়ার্ড ভিত্তিক]

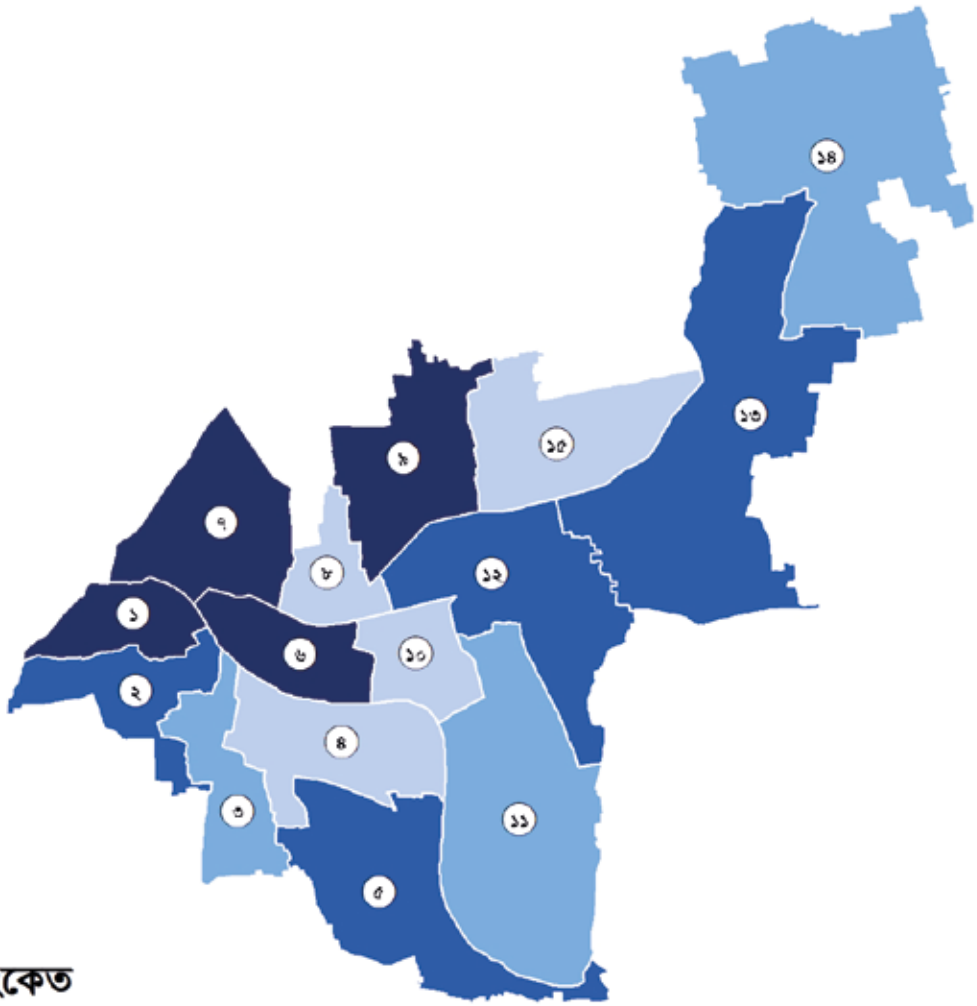

সংকেত

- সংকটাপন্ন অবস্থা
- খুব কম উন্নত
- কম উন্নত
- তুলনামূলক বেশি উন্নত

সূত্রঃ আরবান পোভার্টি প্রোফাইল, চাঁদপুর পৌরসভা

চাঁদপুর শহরের ওয়ার্ড ভিত্তিক দারিদ্র্য মানচিত্র

চাঁদপুর পৌরসভার উদ্যোগে প্রকল্পের সহায়তায় কর্মশালার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরের দারিদ্র অবস্থার মানচিত্র তৈরী করা হয় যেখানে সার্বিক দারিদ্র অবস্থা, দরিদ্র বসতির সার্বিক অবস্থা, অবকাঠামোগত অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ওয়ার্ড ভিত্তিক শহর দারিদ্রসূচী এবং গৃহায়ন ও জমি ভোগ দখল অবস্থার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত নেতিবাচক প্রভাবগুলো থেকে প্রতিকার পেতে চাঁদপুর পৌরসভায় বসবাসরত বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প কর্তৃক নানমূখী বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

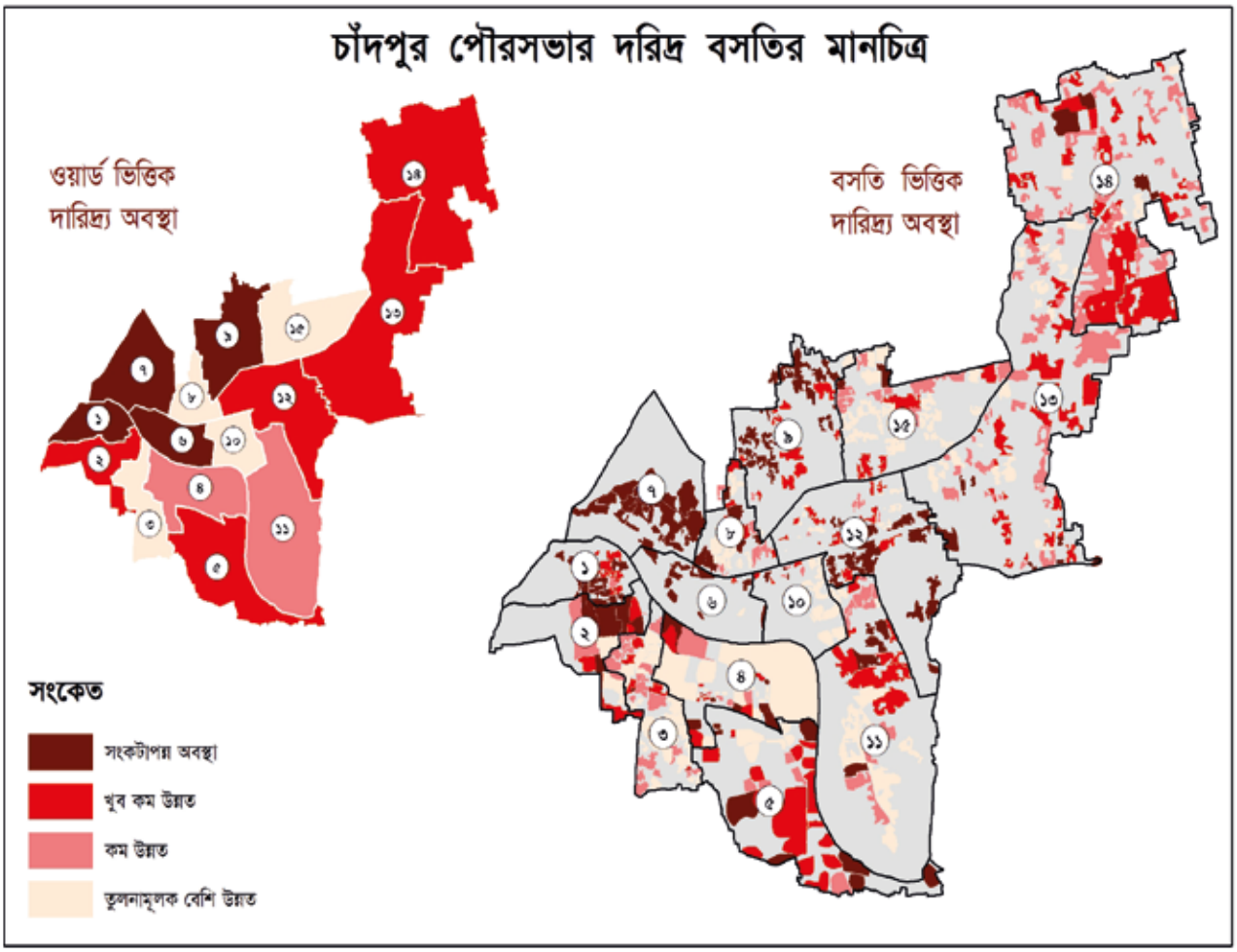

সূত্রঃ আরবান পোভার্টি প্রোফাইল, চাঁদপুর পৌরসভা

ক. কমিউনিটি সংগঠিতকরণ ও ক্ষমতায়ন:

দরিদ্র পরিবার সমুহ নিয়ে ১১৩৪ প্রাথমিক দল, ৯০ সিডিসি, ৬ সিডিসি ক্লাষ্টার গঠন করা হয়েছে এবং ২২৮০ জন নারী নেত্রী বিভিন্ন নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহন করে কমিউনিটি পর্যায়ে কার্যকর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

সিডিসি মিটিং

খ. কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

কমিউনিটির বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে কমিউনিটি সংগঠন ৯০টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। মোট ২,৮৯৪টি কমিউনিটি সভা, ২৮,৮০০টি একক পরামর্শ ও ১৫টি গণপ্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১৫০,০০০ জন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য জনসচেতনতা বেড়েছে।

কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত

গ. সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ:

মোট ৬টি সেইফ কমিউনিটি কমিটি সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য কমিউনিটিতে ১২টি সভা করেছে এবং ২টি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ফলে কমিউনিটিতে শিশু, কিশোরী ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বেড়েছে। মোট ৮০০ গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারী মা প্রতিমাসে পুষ্টিকর খাবার প্যাকেজ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করছেন। ফলে নারীর নেতৃত্বে পরিবারে পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বেড়েছে।

পুষ্টি সমৃদ্ধ ফুড বাস্কেট বিতরণ

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিউনিটি সংগঠনসমূহ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। মোট ৮৭১১ সুবিধাভোগী পরিবার এ পর্যন্ত ৯,১৮৪,৮২৮ টাকা সঞ্চয় করেছে, ২,১৬২,০০০ টাকা ঋণ বিতরন করেছে। ঋণ নিয়ে আয়মূলক কাজ করার ফলে পরিবারের আয় বেড়েছে এবং পরিবারে জলবায়ু সহনশীল স্থিতিস্থাপকতা বেড়েছে। মোট ৭৪৫ ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে ফলে পরিবারের ৩৭২৫ জন মানুষ বর্ধিত আয়ের প্রত্যক্ষ সুবিধা পাচ্ছে। কমিউনিটিতে মোট ৩৫৪ পরিবারের কর্মসংস্থানের ফলে পরিবারগুলো বর্ধিত আয়ের প্রত্যক্ষ সুবিধা পাচ্ছে এবং পরিবারে অর্থনৈতিক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সভা

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সিআরএমআইএফ-১৯ বাস্তবায়নের ফলে কৃতজ্ঞ এলাকাবাসির পক্ষে শিশু কিশোররা এফসিডিও প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করে

ঙ. সুশাসন এবং দুর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ূ সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে রাস্তা ৬৮৯৭ মিটার, ড্রেন ৫৪৫৪ মিটার, ড্রেন স্লাব ৫১৫৯ মিটার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ১১২টি এবং গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ৫৩টি। কমিউনিটি সংগঠনের নারী নেত্রীদের মাধ্যমে এইসব অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেগুলো থেকে প্রায় ৭২,৫০০ সুবিধাভোগী ও কমিউনিটির বাসিন্দারা সুফল ভোগ করছে।

মাননীয় মেয়র মহোদয় কমিউনিটি ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন

চ. পৌর-পরিষদের মোট ২০ টি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন-পৌরসভার ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি, টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সিটি লেভেল মালটিসেকটোরাল নিউট্রিশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি পুনঃগঠন করা হয়েছে এবং সদস্যগন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। কমিটিগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগীতা, মনিটরিং ও ফলাফল বিষয়ে নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকান্ডে দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করছে।

টিএলসিসি সভায় কমিউনিটি সংগঠনের অংশগ্রহণ

ছ. কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মোট ৯৪,৪৯৫টি সাবান, ৫,২৩৬,৫০০ টাকা নগদ বিতরন করা হয়েছে সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে এবং কমিউনিটিতে ৬৩টি হাত ধোয়ার ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রকল্প কর্মীগণ অত্যন্ত সাহসিকতা ও আন্তরিকতার সাথে সাড়া প্রদান করে কাজ বাস্তবায়ন করেছেন। পৌরসভার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী সহায়তার অংশ হিসেবে নগদ অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ কার্যক্রমে সাড়া প্রদান

সার্মথায়ন/সক্ষমতা বৃদ্ধি

চাঁদপুর শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য পৌরসভার নেতৃত্বে এলআইইউপিসি প্রকল্প যৌথভাবে বিভিন্ন কমিটির - পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটি, শহর সমন্বয় কমিটি, স্থায়ী কমিটি - সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়মিত সভা ও আন্ত: প্রকল্প ও আন্ত: শহর কার্যক্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, কমিটিগুলোর সদস্যদের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমিটির সদস্যরা তাদের কার্যাবলীসমূহ, ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ অবহিত হয়েছেন এবং পৌরসভার পরিকল্পনা তৈরী এবং বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পেরেছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের মোট ৩৩৭ জন কর্মকর্তা, কর্মী ও প্রতিনিধি, ১৪৫ জন সুশিল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন কোর্সে প্রায় ৪০ জন প্রকল্প কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন। কমিউনিটি সংগঠন তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং ব্যবস্থাপনায় সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পানা তৈরী, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ধরন অনুসারে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

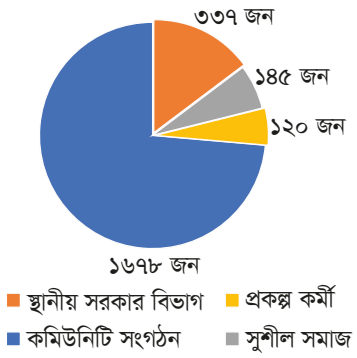

সম্প্রতি সফল উদ্যোক্তা ও জলবায়ু কার্যক্রমে নেতৃত্বের জন্য ডেইলী স্টার-ইউএনডিপি শাহিনুর আক্তারকে নির্ভয়া পুরষ্কার প্রদান করে

কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

পৌরসভার নেতৃত্বে নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যেমন প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), সিডিসি ক্লাস্টার এবং ফেডারেশন গঠনের কাজ সম্পন্ন করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কমিউনিটি সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর পাশাপাশি বিভিন্ন গণজাগরন কর্মসূচীও সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছেন, যেমন- বিশ্ব নারী দিবস, নারীদের প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রতিরোধ দিবস, মানবাধিকার দিবস, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস। কমিউনিটি সংগঠনের সক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ বর্তমানে নারী নেত্রীবৃন্দ পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন যেমন: টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি, পৌরসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি ইত্যাদি। কমিউনিটি সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পেরে উৎফুল্লতার সাথে বলে থাকেন "আমরা এখন সামাজিক কন্ট্রাক্টর" হয়ে গেছি। যে অভিব্যক্তির মাধ্যমে নারীদের সফল সক্ষমতা বহুলভাবে এবং সত্যিকার অর্থে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান

অদক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যেমন: সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ। ২০১৮ - ২০২১ সাল পর্যন্ত ৩৫৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারমধ্যে ৭৯% স্ব-কর্মসংস্থান এবং ২১% প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়ে পরিবারের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

সাল	স্ব-কর্মসংস্থান	প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান	মোট কর্মসংস্থান
২০১৮	১০৫	১৯	১২৪
২০১৯	৯৬	২৪	১২০
২০২১	৮০	৩০	১১০
মোট	২৮১	৭৩	৩৫৪

নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকায় প্রকল্পের প্রভাব

নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বনির্ভর সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

"দলে দলে সঞ্চয় করি, নিজেদের পুঁজি নিজেরাই গড়ি। নিজেদের পুঁজি নিজেরাই খাটাই, প্রয়োজনীয় চাহিদা নিজেরাই মেটাই" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজেদের ব্যবস্থাপনায় টিকে থাকা হচ্ছে প্রকল্পভূক্ত নারীদের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৯ সালে। সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিডিসি ক্লাষ্টার নেতা, সিডিসির অফিস বেয়ারার, দলীয় নেতা/সদস্য নিজেরা দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য এই বিষয়ের উপর সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কমিউনিটি সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করা ও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাইজেশন পদ্ধতি চালু করার কাজে সহযোগিতা প্রদান করছে প্রকল্প। কার্যক্রমটি রিয়েল টাইম ডাটা সংগ্রহ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন এর আওতায় এসেছে।

জলবায়ু সহনশীল ও প্রতিবন্ধী-বান্ধব কমিউনিটি ল্যাট্রিন

লিঙ্গ বৈষম্য কমানো এবং শিশু, কিশোরী ও নারীর নিরাপত্তা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প নারী বান্ধব কার্যক্রম (যেমন: সেফ কমিউনিটি গঠন, সেফ গার্ড ম্যানিজমের মাধ্যমে নারী শিশুর নিরাপত্তা বিধান) এর মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য এবং শিশু, কিশোরী এবং নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে বহুমুখী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প এলাকায় লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারী নির্যাতন ক্রমান্বয়ে কমে আসছে এবং শিশু, কিশোরী ও নারীদের নিরাপত্তা বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হচ্ছে। দরিদ্র এলাকায় কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারের পুরুষ সদস্যগণকে নারীর কাজে সহযোগী হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে যা নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবারে বৈষম্য কমে আসছে।

২১৬২০০০ টাকা
মোট ঋন বিতরণ

৬৬৮টি
মোট সঞ্চয়ী দল সংখ্যা

৮৭১১ জন
মোট সঞ্চয়ী

৯১৮৪৮২ টাকা
মোট সঞ্চয়

প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন

জাতীয় পর্যায়ে সব ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সক্রিয় অংশগ্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাঁদপুর পৌরসভা এলআইইউপিসি প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র কমিউনিটিতে ২২,৪৭৯ জন সদস্যকে সংগঠিত করে অনলাইন নিবন্ধন করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৪৬২ জন প্রতিবন্ধী সদস্যকে সনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করেছে। ভৌত-অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে প্রতিবন্ধীদের কথা বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় র‍্যাম্প নির্মাণ ও হাতল স্থাপন করা হচ্ছে। চাঁদপুর পৌরসভা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের সহযোগীতার জন্য ১৫,০০,০০০ বরাদ্দ রেখেছে।

প্যানেল মেয়র ফরিদা ইলিয়াস এসসিসি কমিটির মিটিং-এ বক্তব্য রাখছেন

খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়ন

প্রকল্পের আর্থিক অনুদান গ্রহনের পর প্রতিটি সদস্য তাদের নিজেস্ব প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করে থাকেন। সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী সদস্যগন কেউ কাপড় ক্রয় বিক্রয়, সব্জি বিক্রয়, চানাচুর, মুড়ি ভাজা, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি, খাবার তৈরী ও সরবরাহ, ছাগল, হাঁস-মুরগী, কবুতর পালন, পোষাক ক্রয় বিক্রয়, মুঁদি দোকান ইত্যাদি ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছে। সাধারনত যে সকল আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বা ব্যবসা পরিবেশ বান্ধব এবং মানুষের পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও খাদ্য গ্রহণে সহায়ক সেসব ব্যবসাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে সুবিধাভোগী পরিবারের নারী তার বাড়তি আয় সংসারের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যোগান দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমান বেড়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর মতামত প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থাপিত গ্রাফ থেকে সহজেই ধারনা করা যাচ্ছে যে ৬৪% উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সামগ্রী ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবসা নিয়ে কাজ করছেন অবশিষ্ট ২৬% আয়মূলক ব্যবসা পরিচালনায় পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়নে জলবায়ু সহিষ্ণু স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রেখে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

৩৫৪ জনকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান

১৪৯২ জনকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান

৭৪৫ জন নারী ব্যবসা সহায়তা

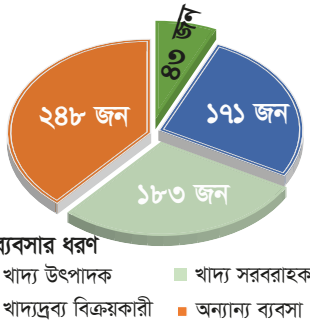

তাছলিমা কাগজের ঠোংগা বানিয়ে বিক্রি করে সংসার চালায়

আত্ম কর্মসংস্থানের পথে লাবণী

লাবনী (২৫), মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত সিডিসি রেলওয়ে বাংলা পাইলট হাউস এর সদস্য। তিনি একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী। তার একটি কন্যা সন্তান আছে। ২০১৮ সালে সে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণে যাওয়া-আসা বাবদ তিনি যে টাকা পেয়েছেন তার সাথে নিজস্ব কিছু জমানো টাকা মিলিয়ে একটি সেলাই মেশিন কেনেন। তারপর থেকে তিনি নিজের ঘরেই সেলাই মেশিন দিয়ে সেলাই কাজের অর্ডার এবং মেয়েদের নিয়মিত পোষাক তৈরী ও বিক্রি করতে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় বিভিন্ন পোষাক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথেও তার একটা ভাল যোগাযোগ তৈরী হয়। তার তৈরীকৃত পোষাক এবং হস্তশিল্পের চাহিদা বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি তার মাসিক আয়ও বাড়তে থাকে। বর্তমানে লাবনী আক্তার একজন দক্ষ সেলাই প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ২০২১ সালে প্রকল্প পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি ৫৫ জন সেলাই প্রশিক্ষণার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করেছেন। বর্তমানে তিনি চাঁদপুর শহরের স্থানীয় বাজারে নারীদের ব্লাউজ, পেটিকোট ও মেয়েদের সালোয়ার ও কামিজ সেলাই কাজে খুবই জনপ্রিয়। তার ভবিষৎ পরিকল্পনা হচ্ছে নারীদের পোষাক তৈরীর উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

কর্মব্যস্ত লাবণী

নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকায় প্রকল্পের প্রভাব

৬৭৩৩ পরিবারের গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মাকে

উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে ২৩৯৮টি রেফারেল

৩০৩০০ একক কাউন্সেলিং প্রদান

৮০০ গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মাকে পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য শর্তযুক্ত পুষ্টিকর খাবার প্রদান

পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ৪৯৯৪টি দলীয় সভা ও ১৬টি ক্যাম্পেইন

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক একক কাউন্সেলিং, কমিউনিটি সভা, পুষ্টি অবস্থা পরিমাপকের সাহায্যে রেফারেল নিশ্চিতকরন, পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ কৌশল হিসাবে সিটি লেভেল মাল্টিসেক্টরাল নিউট্রিশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন, কমিটির সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চাঁদপুর পৌরসভা। এ কার্যক্রম কমিউনিটি পর্যায়ে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে পেরেছে। তাই পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বিশেষভাবে শাশুড়ি ও স্বামী তাদের গর্ভবতী, প্রসূতি, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ও আন্তরিকভাবে যত্নশীল হয়েছেন। উক্ত বিষয়গুলোতে প্রতিবেশীরা আকৃষ্ট হয়ে সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন।

মা শিশুকে পুষ্টি সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার খাওয়াচ্ছে

স্থানীয় সরকার কাঠামো জোরদার ও কমিউনিটি সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন কাঠামোতে প্রবেশাধিকার

চাঁদপুর পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনঅংশগ্রহন নিশ্চিত করা, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, সহমতপোষন করা, সমতা ও অর্ন্তভূক্তি বাড়ানো, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বিষয়ে কাজ করে থাকে। উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কমিউনিটি সংগঠন তৈরী এবং সংগঠনের নারী নেত্রীগনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রবেশাধিকার দিয়ে আসছে চাঁদপুর পৌর-পরিষদ। এ পর্যন্ত মোট ১৬২ জন কমিউনিটি নারী নেত্রী মোট ৩৪ টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তারা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কমিউনিটি সংগঠনগুলোর সুশাসন জোরদার করণের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারগণের মাঝে প্রকল্প কার্যক্রমের নিখুঁত জবাবদিহিতা ও যোগসূত্র তৈরীর জন্য হাতে নেয়া হয়েছে কমিউনিটি হেয়ারিং, যা সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের নিয়ামক হিসাবে কাজ করে থাকে। সিডিসির নেত্রীবৃন্দ তাদের চিহ্নিত এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে জনসাধারণ নিজেরাই তাদের নিজেদের এলাকার সমস্যা ৩টি ভাগে ভাগ করে (যেমন-সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা) চিহ্নিত করে এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় খোঁজে। ইতিমধ্যে ৯০টি কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিকল্পনামাফিক যৌথভাবে কার্যক্রম পরিবীক্ষন এর মাধ্যমে কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করে থাকে। কাজের বিচ্যুতি দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে একসাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সরকার কাঠামোয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ বেড়েছে। মাননীয় মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে চাঁদপুর পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করেছেন। যা কমিউনিটি সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র নিরসনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টাউন ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিডিসি ক্লাষ্টারের নেত্রীদের অংশগ্রহন

জয়নব ও তার সহকর্মীদের কর্ম ব্যস্ততা

দরিদ্র ৫ জন নারীর কর্মসংস্থানের সফল উদ্যোক্তা জয়নব বানু

জয়নব বানু (৩৬), দাসপাড়া পূর্ব শ্রীরামদী সিডিসির এর একজন প্রাথমিক সদস্য। তিনি একজন বিধবা নারী। তার ৭ম শ্রেনী পড়ুয়া ১ জন কন্যা সন্তান আছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে জয়নব বানুকে শিক্ষানবিশ হিসেবে চুড়ান্ত করা হয় এবং ২০২০ সালে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণে যাতায়াত ভাড়া বাবদ টাকার সাথে তার নিজস্ব জমানো টাকা মিলিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তারপর থেকে তিনি নিজের ঘরেই সেলাই মেশিন দিয়ে সেলাই কাজের অর্ডার এবং মেয়েদের নিয়মিত পোষাক তৈরী ও বিক্রি করতে থাকেন।

প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় তিনি হাতের কিছু কাজ শিখে নেন। তারপর শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের ব্যাগ তৈরী করা। তার তৈরীকৃত ব্যাগ এবং হস্তশিল্পের চাহিদা বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পাশাপাশি তার মাসিক আয়ও বাড়তে থাকে। বর্তমানে জয়নব একজন দক্ষ সেলাই কর্মী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। একই সাথে তিনি ৫ জন দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থান করেছেন। এই ৫ জন নারীর মধ্যে ২ জন (হীরা ও শান্তা) ২০২০ সালে জয়নবের সাথে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

বর্তমানে তিনি চাঁদপুর শহরের স্থানীয় বাজারের বিভিন্ন দোকানে হাতের কাজযুক্ত কাপড়ের তৈরী বিভিন্ন সাইজের ব্যাগ বাজারজাত করে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তার মাসিক আয় গড়ে ৪০০০০ থেকে ৫০০০০ টাকা। তিনি ৫জন সেলাই কর্মীর বেতন হিসেবে মাসে ১০,০০০ টাকা প্রদান করে থাকেন। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে হস্ত ও সেলাই শিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজের পায়ে দাঁড় করানো।

পুষ্টিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসে খাদিজার পরিবারে পরিবর্তনের আনন্দ

ডাকাতিয়া নদীর কোল ঘেষেই ৪নং ওয়ার্ড মধ্যশ্রীরামদী সিডিসির আওতায় সদস্য খাদিজা বেগমের বাড়ী। যেখানে স্বামী জসিম শেখ, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে খাদিজার টানাপোড়নের সংসার চালিয়ে আসছেন। তার স্বামী শহরে রিক্সা চালায়। সন্তানদের নিয়ে তাদের সংসার কোন রকমে চলছিল। খাদিজার বিয়ের ৩-৪ বছর এর মধ্যে তাদের প্রথম মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান না থাকার কারণে নিজের ও মেয়ে সন্তানের যত্ন, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহন এবং পরিচর্যায় তেমন কোন মনযোগ ছিলনা। যার কারণে মা ও মেয়ে দুজনই কম ওজন ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত ছিল। ২০২০ সালে দ্বিতীয় মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। মেয়ের বয়স যখন ২ মাস তখন থেকে পুষ্টি উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় খাদিজার নাম প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প-এর পক্ষ থেকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ ও তার পাশাপাশি পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। পুষ্টিকর খাবার নিয়মিত গ্রহণ, খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে বর্তমানে তার মেয়েটির বৃদ্ধি ও সুস্থতা তার প্রথম মেয়ে শিশুর তুলনায় অনেক ভালো।

খাদিজা তার সন্তানদের সাথে

"বড় মেয়েটির সময় যদি আমাগো পুষ্টিকর খানা দেয়া হতো বা জানানো হতো তাহলে আর আমার মেয়েটি এমন রোগা ও দুর্বল হতো না"

- খাদিজা

পুষ্টি সচেতনতা নিয়ে একক কাউন্সেলিং প্রদান

জলবায়ু সহিষ্ণু নগর বিনির্মাণে নগর দরিদ্র বসতিতে জলবায়ু সহনশীল ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

নদী ভাঙ্গন এ শহরের নতুন কোন ঘটনা না। প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনের কারণে নতুন নতুন পরিবার ভিটে হারা হচ্ছে। এর সাথে আছে বন্যা, অতিবৃষ্টি ও অস্বাভাবিক জোয়ারের পানি শহরে প্রবেশ। এ শহরের দরিদ্র এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব এতোই বেশি যে, বন্যা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের কোন ভালো ব্যবস্থা এক সময় ছিল না। সামান্য বৃষ্টিতে বসতিগুলো পানিতে প্লাবিত হতো। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরির জায়গা সংকুলান না থাকা এবং নিরাপদ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণেও দরিদ্র জনবসতির মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। বেশির ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নদীর পানিই খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে থাকে। এ সকল দিক বিশ্লেষন করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৮ সাল থেকে চাঁদপুর শহরকে অগ্রাধিকারের তালিকায় নিয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

জলবায়ু সহিষ্ণু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তা নির্মাণ চলমান

কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন

সিডিসি'র মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে

জলবায়ু সহনশীল রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ মনিটরিং

কমিউনিটি আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহার করছে

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবকাঠামো উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমস্যা থেকে উত্তরন ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেছে। বসতি উন্নয়ন তহবিল ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল এর আওতায় রাস্তা নির্মান, ড্রেন নির্মান, ড্রেন স্লাব নির্মান, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পায়খানা নির্মান প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে (চার্ট দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্যভূক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বসবাসকারী ৩০% এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এইসব অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত ১৮১১৫টি দরিদ্র পরিবারসহ কমিউনিটির বেশিরভাগ মানুষ জলবায়ু সহিষ্ণু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে।

অবকাঠামো নির্মাণ এর ধরন ও পরিমান

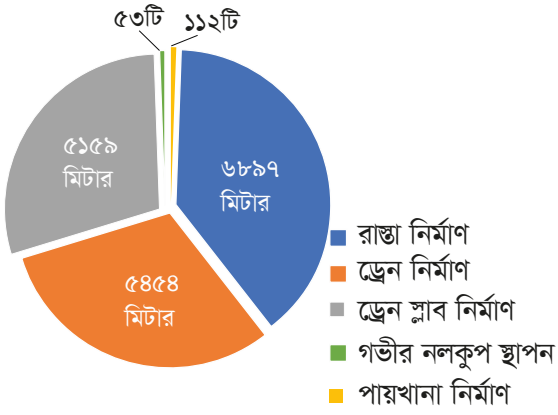

সিআরএমআইএফ-১৯ স্কীম বাস্তবায়ন চিত্র

পূর্বের অবস্থা জলবায়ু সহনশীল রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন বর্তমান অবস্থা

পূর্বের অবস্থা কমিউনিটির জলাবদ্ধতা নিরসন ও স্বাস্থ্যসম্মত বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি বর্তমান অবস্থা

পূর্বের অবস্থা জলাবদ্ধতা ও বেকার সমস্যা নিরসন, নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বর্তমান অবস্থা

জলবায়ু সহিষ্ণু ও স্বল্প ব্যয়ে আবাসন

সয়েল টেস্ট কার্যক্রম

পৌরসভার হরিজন কমিউনিটির জন্য আবাসন নির্মাণ

চাঁদপুর শহরের দরিদ্র মানুষের আবাসন মেয়াদ নিরাপত্তা বাড়ানো ও তাদের পুর্নবাসন করার জন্য স্বল্প ব্যয়ে নতুন আবাসন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত আবাসন নির্মান প্রকল্পটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। অতি সম্প্রতি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সয়েল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছেন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক-স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মাননীয় মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শেষ হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হরিজন কমিউনিটির ৮৮টি পরিবারের প্রায় ৪০০ জন পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মী স্বাস্থ্যসম্মত জলবায়ূ সহনশীল আবাসনে বসবাস করার সুযোগ পাবে।

প্রস্তাবিত নকশা

আবাসন নির্মাণে পৌরসভা এবং এলআইইউপিসি প্রকল্পের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, এলআইইউপিসি ও যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মাননীয় মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা

রোকসানা তার টি-ষ্টলে ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত

রোকসানার আর্থিক স্বচ্ছলতায় কমিউনিটি সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

রোকসানা বেগম চাঁদপুর পৌরসভার ০৭ নং ওয়ার্ডের রেলওয়ে কলোনী ও শ্রমিক কলোনী সিডিসির দোলন চাঁপা প্রাথমিক দলের একজন সদস্য। ২০১৯ সাল থেকে মাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন।

পেশায় রোকসানার স্বামী একজন চায়ের দোকানদার। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ বিস্তার লাভ করলে প্রভাব পড়ে রোকসানার চায়ের দোকানেও। কোন কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই তার ব্যবসার পুঁজি আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে থাকে। ভাড়ার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় একসময় দোকানটাও তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

পরবর্তিতে সিডিসি থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের টাকা দিয়ে সে এবার নতুন আঙ্গিকে তার নিকট আত্মীয়ের ঘরের সামনে সিডিসি'র আওতাভূক্ত এলাকার ভিতরের দিকে চায়ের দোকান শুরু করেন। চা বিক্রির পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারও তৈরী করে বিক্রি শুরু করে। দৈনিক চা ও অন্যান্য খাবার বিক্রি করে দিনে প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা লাভ হয়। এই লাভের টাকা দিয়ে সে সংসারের খরচ চালিয়ে ঋণের নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করে থাকে।

রোকসানা বেগম এখন স্বপ্ন দেখে, বর্তমান ঋণ পরিশোধ করে পরবর্তীতে আরো বেশি টাকা ঋণ নিয়ে রাস্তার পাশে একটি বড় চায়ের দোকান দিবে, দোকান আরও জমজমাট হবে। রোকসানা তার ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য চেষ্টা করবে। যেন তারা বড় হয়ে চাকুরী বা বড় ব্যবসা করতে পারে।

আর্থিক সক্ষমতার পথে অর্চনা রাণী শীল

চাঁদপুর পৌরসভার ০৩ নং ওয়ার্ড, দাসপাড়া পূর্বশ্রীরামদী সিডিসি এলাকাভুক্ত হতদরিদ্র পরিবারের গৃহবধু অর্চনা রাণী শীল (৪৯)। ২৯ বছরের সংসার জীবনে স্বামী দিলীপ চন্দ্র শীল ও ০৩ ছেলে মেয়ে নিয়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করত। এমতাবস্থায় অভাব অনটনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়। বড় ছেলে বাবার সাথে সেলুনে কাজ করে আর ছোট ছেলে লেখাপড়ার পাশাপাশি ঔষধের ফার্মেসিতে কাজ করে। স্বামী ও ছেলের কাজের পাশাপাশি সংসারের অস্বচ্ছলতা দুর করার কোন সুযোগ পাচ্ছিল না অর্চনা। এমতাস্থায় সে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে ২০১৯ সালে এবং ১০,০০০ টাকা ব্যবসা খাতে আর্থিক সহায়তা পায়। যেহেতু অর্চনা রাণী ছোটকালে বাবার বাড়ীতে দুধ থেকে দই বানানোর কাজে পরিবারকে সহযোগিতা করতো তাই সে তার টাকা ঘরে বসে দই তৈরী ও বিক্রির কাজে বিনিয়োগ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তার দইয়ের সুনাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিয়ে ও সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠানে সে তার ঘরে তৈরী দই সরবরাহ করতে থাকে। এভাবে তার বিনিয়োগ থেকে মাসে লাভ হয় ৫০০০ টাকা। যা থেকে ২০০০ টাকা ব্যাংকে ও সিডিসিতে সঞ্চয় করে থাকে আর বাকী ৩০০০ টাকা দিয়ে সংসারে খরচ করে।

অর্চনা রাণীর পরিশ্রম ও প্রকল্পের সহায়তা তাকে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস যুগিয়েছে। তাই সে পরিবার নিয়ে এখন সুখে জীবন যাপন করতে পারছেন এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। তার ভবিষ্যত ইচ্ছা সে ভাড়া বাড়ীতে না থেকে নিজের এক টুকরা জমি কিনে বাড়ী করা।

অর্চনা রানী দই প্যাকেটজাত করনে ব্যস্ত

কিশোরীটি কমিউনিটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করছে

প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাধিক ৯০.৫% ব্যয় করা হয়েছে মাঠপযায়ে কর্মসূচী সংগঠিতকরনে যেখানে মোট খরচের ৩.৫% ব্যয় চাঁদপুর পৌরসভা এবং ৮৭% ব্যয় প্রকল্প বহন করেছে।

দূযোর্গ মোকাবেলায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্প মোট খরচের ৮.২২% ব্যয় করেছে অপর দিকে মাত্র ১.৪৮% খরচ প্রশাসনিক ব্যয় হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ করেছে।

চাঁদপুর পৌরসভা ও প্রকল্পের তহবিল যে সকল খাত ও সময়কালে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

খরচের খাতসমূহ	খরচের পরিমান (টাকা)	খরচের হার %
মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী (প্রকল্প)	৮৯,৪৮০,৪৬৩	৮৭%
কোভিড-১৯ সাড়া প্রদান (প্রকল্প)	৮,৪৫৭,২৮৩	৮.২২%
মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী (চাঁদপুর পৌরসভা)	৩,৫৬৯,১০১	৩.৫%
প্রশাসনিক ব্যয় (প্রকল্প)	১,৩৫৩,৫৯৪	১.৪৮%
প্রকল্পের মোট ব্যয়	১০২,৮৬০,৪৪১	১০০%

প্রকল্পে খরচের হার

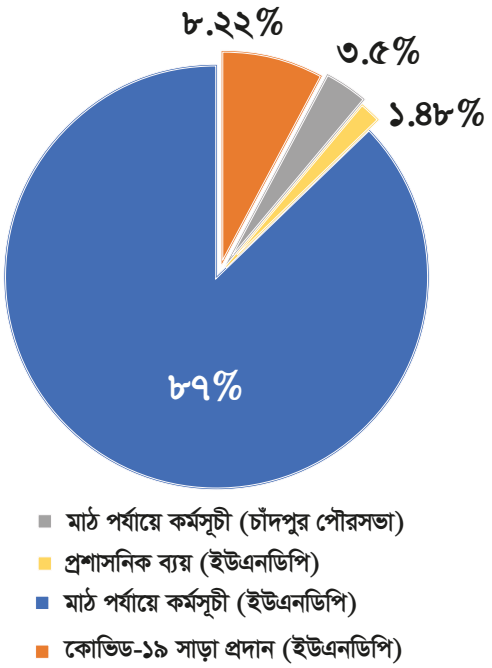

খরচের খাতসমূহ

আউটপুট	খরচ (২০১৮)	খরচ (২০১৯)	খরচ (২০২০)	খরচ (২০২১)	মোট খরচ (টাকা)	%
আউটপুট-১	০	৪৭১২৫৯	১৪১৬২১	২৫৯৮৫৪	৮৭২৭৩৪	১
আউটপুট-২	০	১৪৪৬৮৮৭	১৮২৬৮১৭	১৭৭০৬১৬	৫০৪৪৩২০	৫
আউটপুট-৩	৬৪৮০০৭৩	৬৫৯৮৯৫৬	৩৩০৯১৫৮	৪১৪২১৭৯	২০৫৩০৩৬৬	২০
আউটপুট-৩.১	০	১২১৭২৩০	৫০৭২৫৯৭	৫৬৩৬৪৭৮	১১৯২৬৩০৫	১২
আউটপুট-৪	০	০	০	০	০	০
আউটপুট-৫	১৪৬৬৩৯৭	২৩৩০০৯১৪	৭০৩৭৫৫৯	১৯৩০১৮৬৮	৫১১০৬৭৩৮	৫০
আউটপুট-৬	৩৩৬৩	৬৫৪৯৭৮	৩৭৭১৬৬.৫	৩১৮০৮৬	১৩৫৩৫৯৪	১
কোভিড-১৯ সাড়াপ্রদান	০	০	৮৪৫৭২৮৩	০	৮৪৫৭২৮৩	৮
পৌরসভার সহায়তা প্রদান	০	০	০	০	৩৫৬৯১০১	৩
মোট	৭৯৪৯৮৩৩	৩৩৬৯০২২৪	২৬২২২২০১.৫	খরচ (২০১৮)	১০২৮৬০৪৪২	১০০

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে অর্জিত শিখণসমূহ

- ❖ সুসংগঠিত কমিউনিটি সংগঠন এবং এই সংগঠনের নেটওর্য়াক পৌরসভায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও জীবিকা উন্নয়নে এবং দূর্যোগ মোকাবেলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যা সত্যিকারের সুবিধাভোগীদের নিকট দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব।
- ❖ নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ইতিবাচক পরিবর্তন ও জলবায়ূ সহনশীল স্থিতিস্থাপক পরিবার গঠনে গতিশীল কৌশল হিসেবে কার্যকর।
- ❖ অভিযোজিত পদ্ধতির অংশ হিসেবে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের বিশেষ মনোযোগ পৌরসভা অগ্রাধিকার তালিকায় রেখে উক্তকাজে পৌরসভার বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সত্যিকারের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই ধরনের যৌথ অংশীদারিত্ব কার্যক্রম যে কোন জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ শহুরে দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য দেশজুড়ে দুর্যোগ প্রস্তুতির মডেল হতে পারে।
- ❖ জলবায়ূ স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনায় অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ, কমিউনিটি সংগঠন ও প্রকল্পের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন অবধারিত পদ্ধতি।
- ❖ জলবায়ূ সহনশীল স্থিতিস্থাপকতা ও দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে কমিউনিটি সংগঠন এর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম দরিদ্র পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।
- ❖ চাঁদপুর পৌরসভা সমন্বিতভাবে জলবায়ূ সহিষ্ণু ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও জীবিকার দৃশ্যমান কার্যকর অংশীদারিত্বমূলক ফলাফল জলবায়ূ সহিষ্ণু স্থিতিস্থাপকতার মডেল শহর হিসেবে বাংলাদেশে অনুসরনীয় হতে পারে।

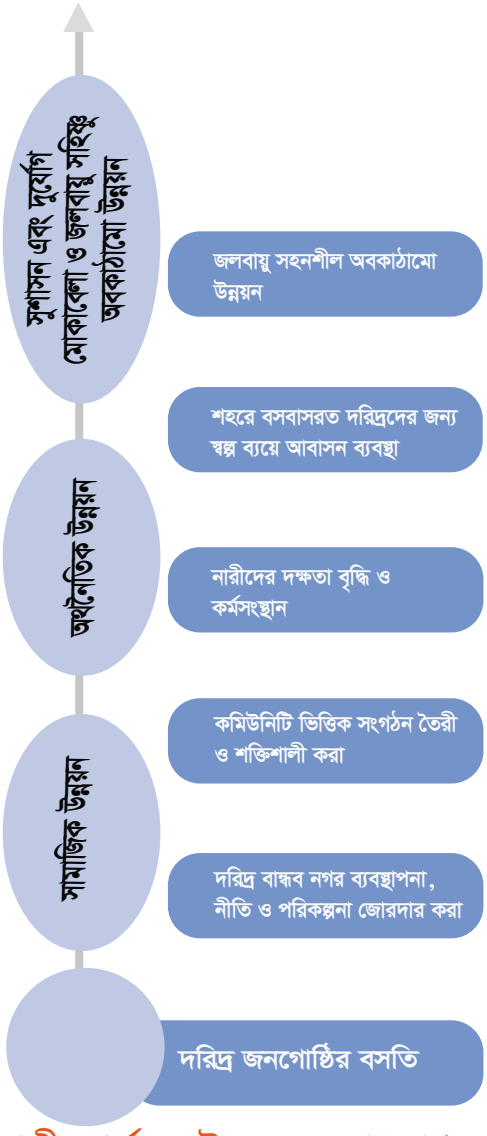

প্রকল্পের ফলাফল যেভাবে জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়নে অবদান রাখছে

প্রকাশকালঃ এপ্রিল ২০২২

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর।
ইমেইল : mayorchandpurpaurashava@gmail.com
jillur.rahman.jewel@gmail.com
ওয়েব : https://chandpur.pourasheba.com
ওয়েব : www.urbanpovertybd.org